PLSA, SEM-2, CC-3

প্রশ্ন:- ভারতীয় সংবিধানে সাম্যের অধিকার আলোচনা কর।

উত্তর:- গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য 'সাম্য' একটি অন্যতম রাজনৈতিক হাতিয়ার। সাধারণভাবে সাম্য বলতে বোঝায় সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার স্বীকৃতি। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত রকম বৈষম্যের অবসান হল সাম্য। বস্তুত গণতন্ত্রের দুটি প্রধান স্তম্ভ হল স্বাধীনতা ও সাম্য। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, সমাজে বিশেষ সুযোগ সুবিধার অস্তিত্ব থাকলে জনগণের স্বাধীনতা থাকতে পারে না। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য না থাকায় রাজনৈতিক সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনগত স্বাধীনতার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সংবিধানে যে সমস্ত অধিকার রয়েছে তার মধ্যে সাম্যের অধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সংবিধানের ১৪-১৮ নং ধারায় সাম্যের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

14 (1)নং ধারায় বলা হয়েছে, 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য" বা ভারতের প্রতিটি নাগরিক আইনের চোখে সমান। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একজন দরিদ্র সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান।

14 (2)নং ধারায় আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার ভারতের প্রতিটি নাগরিকের আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার আছে। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সমান আচরণ করবে। মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন থেকে এটি গৃহীত হয়েছে।

ব্যতিক্রম:-১। রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালগণ নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য যে কাজ করবেন, তার জন্য তাঁরা কোনো আদালতের কাছে দায়বদ্ধ নন।

২। স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না।

৩। এমনকি স্বপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে সম্পাদিত ব্যক্তিগত কার্যাবলির জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালগণের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা রুজু করতে দুই মাসের নোটিশ দিতে হয়।

৪। বিদেশি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ ভারতে অবস্থানকালে কোনো অপরাধ করলে ভারতীয় আদালত তার বিচার করতে পারবে না।

৫। কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতের পরিবর্তে শাসনবিভাগীয় বিশেষ আদালতে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প আদালতের কথা বলা যায়। আবার সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইব্যুনাল আছে।

৬। যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুপক্ষের ব্যক্তিরা আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন না বা অন্যান্য বন্দিদের মতো সুযোগসুবিধাও পান না ।

১৫ নং ধারা ১৫(১) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। আবার এই সমস্ত কারণের জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ বা প্রমোদস্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে অথবা রাষ্ট্রীয় অর্থে পরিচালিত নলকূপ, জলাশয়, স্নানের ঘাট, পথ বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে কোনো নাগরিকের প্রবেশের ওপর কোনো শর্ত বা বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না **১৫(২)]।**

তবে সংবিধানের ১৫(৩) এবং (৪) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোক, শিশু, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, সেইসব ব্যবস্থা সাম্য নীতির বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না।

১৬ নং ধারা ঃ সংবিধানের ১৬নং ধারা অনুসারে জাতি, ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্যের জন্য কোনো নাগরিক সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কিংবা তার প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ (১) রাষ্ট্র সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বসবাসগত শর্ত আরোপ করতে পারে, (২) অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র সরকারি পদ বা চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে, (৩) রাষ্ট্র তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারে।

ব্যতিক্রম:- সাম্য নীতির বিরোধী বলে বিবেচিত হবে।

১৭ নং ধারা ঃ সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে 'অস্পৃশ্যতা'র বিলোপ সাধন করা হয়েছে এবং অস্পৃশ্যতার আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতিতে অথবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্রমোদস্থান, দেবালয়, দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা অপরাধ বলে গণ্য হবে। ব্যতিক্রম:-এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থা 'অস্পৃশ্যতা' নামক অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। আজও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হরিজন হত্যা বা নিগ্রহের ঘটনা ঘটে।

১৮নং ধারা:- সংবিধানের ১৮নং ধারায় সামরিক কিংবা শিক্ষা বিষয়ক উপাধি ছাড়া অন্য কোনো উপাধি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া কোনো ভারতীয় নাগরিক বিদেশি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করতে পারবে

ব্যতিক্রম:- ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান দানের জন্য ভারত সরকার ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী প্রভৃতি উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে। সমালোচকদের মতে, এইসব উপাধি জনসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম বৈষম্যের সৃষ্টি করে, তাই এই ব্যবস্থা সাম্য নীতির পরিপন্থী।

উপসংহার : ভারতীয় সংবিধানে সাম্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দান গণতন্ত্রের পথে একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ সন্দেহ নেই, কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে ১৪ থেকে ১৮নং ধারাগুলিতে যেসব সাম্যের অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতির। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের বিষয়টি পুরোপুরি অবহেলিত থেকে গেছে। অথচ আসল সত্যটা হল এই যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক, আইনগত ও সামাজিক অধিকার প্রহসনে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল মানুষ রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়া আইনানুগ সমতাকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য সংবিধানে কোনো ব্যবস্থা নেই। আসলে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা যেহেতু উদারনৈতিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই সাম্যের অধিকারটিকে উদারনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়েছে।